জেনে রাখা ভাল

দাম্পত্য নির্যাতন (Spousal Abuse) কি?

যখন কোন বিবাহিত অথবা (Common Law অথবা Same Sex) দম্পতির মধ্যে পুরুষ কিংবা মহিলা অথবা যে কোন একজন সংগী কোন ধরনের অন্যায় কিংবা বিকৃত হিংস্র আচরণ করে তখন তা দাম্পত্য নির্যাতনের মধ্যে পরে।

এই নির্যাতন "সম্পর্কের" যে কোন পর্যায়ে হতে পারে (যেমন, সম্পর্ক ভাঙ্গার অথবা সম্পর্ক- চ্ছেদের পরেও হতে পারে)।

দাম্পত্য নির্যাতন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এরমধ্যে আবার একই ব্যক্তিই একাধিক নির্যাতনের শিকার হতে পারেন।

নির্যাতনকারী বিভিন্ন সময় সঙ্গীর (victim) উপর বিভিন্ন পন্থা ও শক্তি প্রয়োগ করতে পারে । নির্যাতন হচ্ছে শক্তি বা ক্ষমতার অপপ্রয়োগ অথবা বিশ্বাসের অবমাননা।

শারিরীক নির্যাতন (Physical Abuse):

এটা এক বা একাধিক ঘটনার মাধ্যমে ঘটতে পারে। যেমন

- শারিরীক বল প্রয়োগের মাধ্যমে কাউকে আহত করা বা আহত করার জন্য কাউকে চড়/থাপ্পর/লাথি মারা, ধাক্কা দেয়া, কামড় দেয়া, শ্বাসরোধ করা, আগুনে ঝলসে দেয়া ইত্যাদি
- যে কোন রকম অস্ত্রের মাধ্যমে আঘাত করা
- রুক্ষ আচরন, কাউকে আটকে রাখা অথবা জোরপুর্বক বল প্রয়োগ করা ইত্যাদিও শারিরীক নির্যাতনের মধ্যে পড়ে।

যৌন নির্যাতন (Sexual Abuse):

যে কোন ধরনের যৌন আক্রমন, হয়রানী কিংবা শোষণ যৌন নির্যাতনের মধ্যে পড়ে। যেমন

- কারো অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও যৌন কর্মে বাধ্য করা
- ঝুঁকি পূর্ণ, মানহানিকর কিংবা হীন কাজে বাধ্য করা
- বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ করা
- যৌন কর্ম বা সন্তান ধারন বা জন্মদানের ইচ্ছা/অনিচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করা

মানসিক নির্যাতন (Emotional Abuse):

যে কোন ধরনের মৌখিক আক্রমণ যেমন চিৎকার চেঁচামেচি করা, আর্তনাদ করা কিংবা নাম ধরে কটাক্ষ করা ইত্যাদি মানসিক নির্যাতনের পর্যায়ে পড়ে। সাধারণত ভয়ভীতি দেখানো, অনৈতিক সমালোচনা করা, সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে

রাখা, মানসিক চাপে রাখা, গোপনে আঁড়ি পাতা এসবই মানসিক নির্যাতনের মধ্যে পড়ে। এছাড়াও কোন প্রিয় বস্তু কিংবা ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করাও মানসিক নির্যাতনের মধ্যে পড়ে।

অর্থনৈতিক নির্যাতন (Economic Abuse):

এটা হচ্ছে সঙ্গীর সাথে আর্থিক প্রতারণা করা কিংবা আর্থিক সম্পদ/সম্পত্তি চুরি করা। কেউ যদি খাদ্য কিংবা চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরিয়ে রাখে কিংবা আর্থিক সুবিধার জন্য কাউকে ব্যবহার করে অথবা সম্পত্তি থেকে কাউকে বঞ্চিত করে অথবা কাজ করতে না দেয় বা পেশা নির্বাচনে বাধা দেয় তবে এসবই অর্থনৈতিক নির্যাতনের মধ্যে পড়ে।

আত্মিক নির্যাতন (Spiritual Abuse):

কেউ সঙ্গীর ধর্মীয় বিশ্বাস বা আত্মিক অনুভূতিকে নিজের সুবিধার জন্য কাজে লাগালে বা নিয়ন্ত্রণ করলে তা আত্মিক নির্যাতনের মধ্যে পড়ে। এটা সাধারনত কারো ধর্মীয় আচারনকে বাধাগ্রস্ত করা কিংবা ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের আওতায় পড়ে।

নির্যাতন একবার , বারবার, অথবা মাস কিংবা বছর ধরে হতে পারে। এটা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে হতে পারে ।

NIRNOY home of counseling, training & research

House 34, Unit 603, Road 9A, Dhanmondi Dhaka-1209Tel: 88-01910644394
Email: info@nirnoy-counseling-tr-bd.org, Website: www.nirnoy-counseling-tr-bd.org